দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ...৩...

NOV. 25

বিসিএস পরীক্ষার ঐচ্ছিক বিষয়ে নম্বর বৈষম্য

বিসিএস সাধারণ ক্যাডার (যেমন প্রশাসন, পুলিশ, কর) এবং টেকনিক্যাল ও সাধারণ ক্যাডারের প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষায় আবশ্যিক ৫০০ নম্বর বাদে ৩০০ নম্বরের (৩ বিষয়ে ৩×১০০) ঐচ্ছিক বিষয়ের নম্বর নির্ধারণে আকাশ-পাতাল ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বিজ্ঞান বিভাগের প্রার্থীরা মানবিক ও বাণিজ্য বিভাগের প্রার্থীদের চেয়ে নম্বরপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে অনেক বেশি এগিয়ে থাকেন। ২৪ তম বিসিএস-এর বিপিএসসি ফরম-২ পূরণের নির্দেশাবলী অনুসারে গ্রুপ ১-এর কথাই বলি। এখানে ১২ কোডে আছে ইংরেজি। বিসিএস পরীক্ষায় ইংরেজির একজন প্রার্থী যত ভালোই লেখেন না কেন তার নম্বরের ঝুড়িতে বড় জোর ৫০-এর বেশি নম্বর জুটবে না। ইংরেজির মতো আরো যেসব বিষয় আছে সেগুলো হলো বাংলা, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস, দর্শন, ভূগোল, অর্থনীত, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, সমাজকর্ম, লোকপ্রশাসন, উদ্ভিদ বিদ্যা ইত্যাদি। এসব বিষয়ে ৪৫ বা ৫০ নম্বরের বেশি নম্বর পাওয়া খুব কঠিন। অন্যদিকে গ্রুপ ১-এর আরবি, ফার্সি, ইসলামী শিক্ষা, গ্রুপ ৩-এর গণিত, ফলিত গণিত, পদার্থ, ফলিত পদার্থ, রসায়ন, ফলিত রসায়ন, প্রাণরসায়ন, ফার্মেসি গ্রুপ ৪-এর মেডিক্যাল সায়েন্স, ফিজিওলজি ও এনাটমি, ডেন্টাল সায়েন্স, এগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং, মৎস্যবিজ্ঞান, পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, আর্কিটেকচার, কম্পিউটার বিজ্ঞান, পরিসংখ্যান ইত্যাদি বিষয়ের প্রার্থীগণ অনায়াসেই ৮০ বা ৯০ (১০০ নম্বরের মধ্যে) নম্বর পেয়ে থাকেন। কম নম্বর অর্জনকারী ও বেশীনম্বর অর্জনকারী প্রার্থীদের নম্বরের পার্থক্য বেশি হওয়ায় বেশি নম্বর-অর্জনকারীগণ বিসিএস পরীক্ষার সাধারণ ক্যাডারের লোভনীয় পদগুলো ছিনিয়ে নেন। ইংরেজী ও গণিতের দু'জন প্রার্থীর নম্বরের ব্যবধান দাঁড়ায় ৯০-৫০ = ৪০ অথবা ৯৫-৪৫ = ৫০ এ।

বিসিএস একটি সুকঠিন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা। এখানে ২/৪ নম্বরের ব্যবধান হলেই সিরিয়ালে অনেক পিছিয়ে যেতে হয়। সে তুলনায় নম্বর ব্যবধান ৪০ বা ৫০ হলে (ঐচ্ছিক বিষয়ের কারণে) কমনম্বর অর্জনকারীগণ অনেকটা পিছিয়ে যান, যাকে অবিচার বললেও অত্যুক্তি হয় না। পিএসসি সমীপে বিনীত আবেদন এই যে, বিষয়টি অনুধাবন করে সময়োচিত পদক্ষেপ নিন।

মোঃ আবদুর রহিম,
প্রভাষক, ইংরেজী বিভাগ,
আর আইএম ডিগ্রী কলেজ, টেংলাহাটা, সিরাজগঞ্জ।